উপক্রমনিকা

বাংলায় আল-কুরআন এর অনুবাদ ও প্রতিবর্ণায়ন

ভূমিকাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "Al-Quran: Digital" শীর্ষক website প্রস্তুতের লক্ষ্যে আল কুরআনুল কারীমের বাংলা তরজমা ও প্রতিবর্ণায়ন এর জন্য সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা এর প্রিন্সিপাল প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইনকে আহবায়ক করে নিম্নোক্ত ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়।

	নাম	পদবি ও ঠিকানা	
০১	প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন	অধ্যক্ষ সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।	আহবায়ক
০২	জনাব মোহাম্মাদ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী অধ্যাপক সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।	সদস্য
০৩	জনাব আবু হেনা মোস্তোফা কামাল	পরিচালক, প্রকাশনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।	সদস্য
০৪	জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমীন	সহকারী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
০৫	ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ	উপ-পরিচালক, বাংলা একাডেমী।	সদস্য
০৬	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৭	মাওলানা মুহিববুল্লাহিল বাকী	পেশ ইমাম, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।	সদস্য
০৮	জনাব এ. এ. আবুল কালাম আজাদ	উপ-পরিচালক, মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় ।	সদস্য
০৯	ড. মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক	সহকারী অধ্যাপক সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।	সদস্য
১০	জনাব মোঃ হারুন আর রশিদ	সহকারী অধ্যাপক, তাফসীর সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।	সদস্য
১১	জনাব রতন আলী	প্রভাষক, বাংলা সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।	সদস্য

উক্ত কমিটি আল কুরআনুল কারীম এর অনুবাদ ও প্রতিবর্ণায়ন নিয়ে কাজ শুরু করে। আলোচনা ও পর্যালোচনা চলতে থাকে এবং আরবি প্রতিবর্ণায়নের বিভিন্নতা কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে উক্ত কমিটি মনে করে যে, আল কুরআনুল কারীমের প্রতিবর্ণীকরণ এর কাজ শুরুর পূর্বে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন যার আলোকে পুরো কুরআন শরীফ প্রতিবর্ণায়ন করা হবে।

উক্ত কমিটি বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি, বিশেষ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশমালা আলোচনা ও পর্যালোচনা করে একটি নীতিমালা তৈরি করে এবং মাদ্দ, গুন্নাহ ও ওয়াকফের ক্ষেত্রেও একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। আল কুরআনুল কারীমের প্রতিবর্ণায়ন কালে যে বিষয়টি সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল, সাধারণ আরবি পঠন ও আল কুরানুল কারীমের তেলাওয়াতে বেশ তফাত রয়েছে। আল কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত কালে আরবি বর্ণমালার মাখরাজ ও সিফাতগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। অনুরূপভাবে গুন্নাহ ও মাদ্দের

প্রতিও বিশেষ যত্ন নেয়া হয়। তাছাড়া ওয়াকফের জন্যও রয়েছে বিশেষ রীতিনীতি, যেগুলোর প্রয়োগ না করলে সাধারণ আরবির ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা হয় না। তাই সাধারণ আরবির তুলনায় আল কুরআনুল কারীমের প্রতিবর্ণীকরণ অত্যন্ত কঠিন ও জটিল বিষয়। তাছাড়া বাংলা ভাষায় দীর্ঘস্বর আছে কিন্তু তিন আলিফ বা চার আলিফের জন্য কোন দীর্ঘস্বর নেই। অনুরূপভাবে বাংলা ভাষায় নাসিক্য ধ্বনির জন্য ং অথবা ँ রয়েছে কিন্তু কুরআন মাজীদে রয়েছে হরেক রকমের গুন্নাহ যেমন, ইদগামের গুন্নাহ, ইখফার গুন্নাহ, ওয়াজিব গুন্নাহ-এসব গুন্নাহের প্রতিবর্ণীকরণ বাংলা ভাষায় কঠিন। তাছাড়া আরবি কোন কোন বর্ণ আছে নরম যেমন ذ - ث। এগুলো বুঝানোর মত বাংলায় কোন বর্ণ নেই। অনুরূপভাবে ح - ع - ض ও ظ এ ধরনের ধ্বনি বাংলায় নেই। ফলে এগুলো বুঝানোর মত কোন বর্ণও বাংলা ভাষায় নেই। বাংলা ভাষায় আল কুরআনুল কারীমের প্রতিবর্ণীকরণ অত্যন্ত জটিল।

পাঠকদের নিকট বিনীত অনুরোধ শুধু প্রতিবর্ণায়ন দেখে কুরআন শরীফ তেলোয়াত করবেন না। বরং প্রথমে একজন ওস্তাদের নিকট আরবি বর্ণমালা মাখরাজ ও সিফাতসহ ভালভাবে আয়ত্ত করে নিবেন।। তাছাড়া প্রতীবর্ণায়নের ভূমিকায় যে সকল নিদের্শনা বা প্রতীক এর ব্যবহার দেয়া হয়েছে তা প্রথমে ভালভাবে আয়ত্ত করে নিবেন। অন্যথায় তিলাওয়াতের ভুল হবে এবং ছাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে।

সাধারণ পাঠক, যারা আরবি জানে না তাদের অনেকে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে খুব আগ্রহী। তারা তেলাওয়াতের সুবিধার্থে কুরআন শরীফের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন প্রত্যাশা করে। পাঠকদের এ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেক প্রকাশক বাংলা প্রতিবর্ণায়নের কুরআন শরীফ প্রকাশ করেছে- যেগুলো প্রতিবর্ণায়নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে করা হয় নাই। ফলে এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ভুল রয়েছে। এ ভুল থেকে বাচাঁনোর লক্ষ্যে একটি বিশেষ কমিটির মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে এ প্রতিবর্ণায়নের কাজটি সম্পাদন করা হয়।

প্রতিবর্ণায়নের নীতিমালাঃ

নীতিমালা প্রণয়নে যে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে তা হল কুরআন শরীফের বাংলায় প্রতিবর্ণায়ন শতভাগ (১০০%) সম্ভব নয়- তবে কাছাকাছি পৌঁছার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। নীতিমালায় ৬ টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১) আরবি বর্ণের বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণঃ

এখানে উল্লেখ্য যে,আরবির কোন কোন বর্ণের হুবহু বর্ণ বাংলায় পাওয়া যায়- যেমন ب - ت - ر - ف - ل - م ও ن এর হুবহু বাংলায় যথাক্রমে ব, ত, র, ফ, ল, ম ও ন। কিন্তু কিছু কিছু ধ্বনি আছে যেগুলোর অস্তিত্ব বাংলা ভাষায় নেই। যেমন - (ث - ع - ذ - ض) এগুলোর ক্ষেত্রে বাংলার কাছাকাছি বর্ণের সাথে অতিরিক্ত কিছু চিহ্ন (˙বিন্দু) প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন ت এর জন্য বাংলায় ত আর ط এর জন্য বাংলা বর্ণ ত এর পর একটি বিন্দু দিয়ে তফাত দেখানো হয়েছে। যাতে পাঠক ت ও ط এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। অনুরূপভাবে ع এর জন্য উল্টা কম দেয়া হয়েছে, ض এর জন্য বাংলা বর্ণ দ এর পর একটি বিন্দু দেয়া হয়েছে যাতে পাঠক د ও ض এর উচ্চারণে তফাত করতে পারে। অনুরূপভাবে ث ও ذ দুইটি বর্ণ নরম করে উচ্চারণ করা হয়- তাই এ দুইটি বর্ণের কাছাকাছি বাংলা বর্ণ ছ ও য এর পর একটি বিন্দু ব্যবহার হয়েছে যাতে পাঠক ছ ও ছ˙, য ও য˙ এর মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য বুঝতে পারে। এভাবে আরবির কাছকাছি পৌঁছার চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হলো।

বর্ণ	প্রতিবর্ণ
اَ	আ
بَ	ব
تَ	ত
ثَ	ছ˙
جَ	জ

বর্ণ	প্রতিবর্ণ
عَ	‘ (উল্টাকমা)
غَ	গ
فَ	ফ
قَ	ক˙

ح	হ
خ	খ
د	দ
ذ	য
ر	র
ز	য
س	ছ
ش	শ
ص	স
ض	দ
ط	ত
ظ	জ

ك	ক
ل	ল
م	ম
ن	ন
وَ	ওয়া
ه	হ
يَ	ইয়া

২) বাংলায় আরবি স্বরচিহ্নের ব্যবহারঃ

যবর এর জন্য বাংলা "আ কার", যের এর জন্য "ই-কার " এবং পেশ এর জন্য "উ-কার " ব্যবহার করা হয়েছে। দুই যবর দুই যের এবং দুই পেশের জন্য যথাক্রমে আন্ ইন্ এবং উন্ ব্যবহার কা হয়েছে।
ছাকিনের জন্য হসন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সব জায়গায় নয়। বাংলায় হসন্তের ব্যবহার কম করা হয় তাই যেখানে উচ্চারণে বিভ্রান্ত হওয়ার সমস্য আছে কেবল সেখানে হসন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। আর তাশদীদ এর ক্ষেত্রে বর্ণ দ্বিত্ব হবে। আর তাশদীদ এর ক্ষেত্রে বর্ণ দ্বিত্ব হবে। উক্ত সারণীতে উদাহরণ সহ এগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

নাম	চিহ্ন	ধ্বনি	مثال	উদাহরণ
فتحة /ফাত্হা/যবর	َ	া	فَعَلَ	ফা'আলা
كسرة/কাছ্রা/যের	ِ	ই	لِلّٰهِ	লিল্লা-হি
ضمة /দাম্মাহ/পেশ	ُ	উ	مَثَلُ	মাছালু
تنوين/দুই যবর	ً	আন্	خَيْرًا	খাইরান
تنوين/দুই যের	ٍ	ইন্	بِغَافِلٍ	বিগা-ফিলিন্
تنوين/দুই পেশ	ٌ	উন্	سَلَامٌ	ছালা-মুন্
سكون/ছুকূন	ْ	হসন্ত (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে)	مِنْ	মিন্
تشديد/তাশদীদ	ّ	বর্ণ দ্বিত্ব	تَبَّ	তাব্বা

৩)কয়েকটি বর্ণের বিশেষ ব্যবহারঃ

কিছু কিছু বর্ণ আছে যেগুলোর সাথে বিভিন্ন স্বরচিহ্নের প্রয়োগ করার কারণে উচ্চারণে বিভিন্নতা দেখা যায়। ফলে প্রতিবর্ণায়নেও বিভিন্ন পরিলক্ষিত হয়। যেমন ا (আলিফ) যবর দিলে উচ্চারণ আ যেমন (احمد : আহমাদ), আবার যের দিরে উচ্চারণ ই এর মত যেমন (ابراهيم: ইবরা-হীম), পেশ দিলে উচ্চারণ উ এর মত হয় যেমন (اولئك : উলা—ইকা)। অনুরূপভাবে و বর্ণে যবর দিলে উচ্চারণ ওয়া যেমন وكيل ওয়াকীল, যের দিলে উচ্চারণ বি যেমন وتر বিতর, পেশ দিলে উচ্চারণ উ যেমন وضو উদূ । এ ধরনের ৪টি বর্ণ আছে (أ , ع , و ও ي) এগুলোর মধ্যে স্বরচিহ্নের পরিবর্তনের কারণে উচ্চারণও পরিবর্তন হয়। তাই এগুলো একটি পৃথক সারণীতে দেখানো হয়েছে। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে এগুলোর ব্যবহার দেখানো হলো।

স্বর চিহ্নের পরিবর্তনের কারণে কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ ভিন্ন হয়। এ বর্ণগুলোর প্রতিবর্ণায়ন উদাহরণসহ নিম্নে পেশ করা হলঃ

(أ)

اَ = আ	أَحْمَد	= আহ˙মাদ
اِ = ই	اِبْرَاهِيْم	= ইবরা-হীম
اُ = উ	أولئك	= উলা⁓ইকা
اْ = কমা	مؤمن	= মু’মিন
اِيْ = ঈ	إيمان	= ঈমা-ন
ايّ = ইয়্যা	إياك	= ইয়্যা-কা
اَوْ = আও	أَوْحَى	= আওহ˙া-
اَوّ = আও	اَوّلَ	= আওওয়ালা

(و)

وَ = ওয়া	وَكِيْل	= ওয়াকীল
وِ = বি˙	وِتْر	= বি˙তর
وُ = উ	وُضُوء	= উদূ˙’

(ي)

يَ = ইয়া	يَتِيْم	= ইয়াতীম
ي = য়ি	بينات	= বাইয়িনাত
يُ = ইউ	يُوْنُس	= ইউনুস
ايّ = ইয়্যা	إِيَاكَ	= ইয়্যা-কা
يْ = ই	بين	= বাইনা

(ع)

ع = ‘আ	على	= ‘আলা
عِ = ‘ই	عِبَاد	= ‘ইবা-দ
عُ = ‘উ	عُدْوَان	= ‘উদওয়া-ন
	عُمْرَة	= ‘উমরাহ
عا = ‘আ	عَابِد	= ‘আ-বিদুন
عيْ = ‘ঈ	عِيْسَى	= ‘ঈসা-
عْ = ‘	يَعْدِلُوْن	= ইয়া‘দিলূন

৪) বাংলায় আরবি মাদ্দ বা দীর্ঘস্বরের ব্যবহারঃ

কুরআন শরীফে মাদ্দ ৩ ধরনের।

এক আলিফ মাদ্দঃ এক আলিফ মাদ্দের জন্য ৩টি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

– : যবর এর পর হলে " া " এর পর – চিহ্ন থাকবে।

ী : যের এর পর মাদ্দ হলে "ী" চিহ্ন থাকবে।

ূ : পেশ এর পর মাদ হলে " ূ " চিহ্ন থাকবে।

অনুরূপভাবে খাড়া যবর খাড়া যের উল্টা পেশ এর ক্ষেত্রেও যথাক্রমে অনুরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। সারণীতে সকল আরবি বর্ণগুলোর সাথে এক আলিফ মাদ্দের প্রতিবর্ণায়ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

~ : ৩ আলিফ মাদ্দের চিহ্নঃ ৩ আলিফ মাদ্দের চিহ্ন বাংলায় না থাকায় এ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে পাঠক এ চিহ্ন দেখে স্বর ৩ আলিফ দীর্ঘ করে। এ চিহ্নটি বর্ণের শেষে উপরে থাকবে।

⁓ : ৪ আলিফ মাদ্দের চিহ্নঃ ৪ আলিফ মাদ্দের ক্ষেত্রে বর্ণের শেষে কার চিহ্নের এ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এ চিহ্ন দেখে পাঠক কার চিহ্ন কে ৪ আলিফ পর্যন্ত স্বরকে দীর্ঘ করবে।

উল্লেখ্য যে, এ ৩ আলিফ অথবা ৪ আলিফ মাদ্দের চিহ্ন " া " এর পর যেমন থাকে তেমনি ঈ-কার (ী) ও ঊ-কার (ূ) এর পরও এ চিহ্ন থাকলে ঈ-কার ও ঊ-কার স্বরকে ৩ আলিফ বা ৪ আলিফ দীর্ঘ করবে। উদাহরণ সহ পেশ করা হয়েছে।

মাদ্দ	চিহ্ন	বিবরণ
এক আলিফ	–/ঊ/ ঈ	ক. আলিফ খালি ডানে যবর /খাড়া যবর হলে = যেমন : بٰ / بَا (বা–) খ. ওয়া ছাকিন ডানে পেম/উল্টা পেশ হলে = ঊ যেমন : بٗ / بُو (বূ) গ. ইয়া ছাকিন ডানে যের/খাড়া যের হলে = ঈ যেমন : بٖ / بِي (বী)
তিন আলিফ	~	এ চিহ্নটি বর্ণের শেষে থাকবে। যেমন بِمَا أُنْزِلَ = বিমা~ উংযিলা
চার আলিফ	⁓	এ চিহ্নটি বর্ণের শেষে থাকবে। যেমনঃ أُولٰئِكَ = উলা⁓ইকা

বাংলায় আরবি প্রতিটি বর্ণে এক আলিফ মাদ্দ-এর ব্যবহার

া–	দীর্ঘ ই = ঈ	দীর্ঘ উ = ঊ
آ (আ–)	اِي (ঈ)	أُو (ঊ)
بَا (বা–)	بِي (বী)	بُو (বূ)
تَا (তা–)	تِي (তী)	تُو (তূ)
ثَا (ছ়া–)	ثِي (ছী)	ثُو (ছূ়)
جَا (জা–)	جِي (জী)	جُو (জূ)
حَا (হ়া–)	حِي (হী)	حُو (হূ)
خَا (খা–)	خِي (খী)	خُو (খূ)
دَا (দা–)	دِي (দী)	دُو (দূ)
ذَا (য়া–)	ذِي (য়ী)	ذُو (যূ়)
رَا (রা–)	رِي (রী)	رُو (রূ)
زَا (ঝা–)	زِي (ঝী)	زُو (ঝূ)
سَا (ছা–)	سِي (ছী)	سُو (ছূ)
شَا (শা–)	شِي (শী)	شُو (শূ)

صا (সা-)	صي (সী)	صو (সূ)
ضا (দ া-)	ضي (দ ী)	ضو (দূ)
طا (ত া-)	طي (ত ী)	طو (তূ)
ظا (জ া-)	ظي (জ ী)	ظو (জূ)
عا (‘আ-)	عي (‘ঈ)	عو (‘ঊ)
غا (গা-)	غي (গী)	غُو (গূ)
فا (ফা-)	في (ফী)	فُو (ফূ)
قا (ক া-)	قي (ক ী)	قو (কূ)
كا (কা-)	كي (কী)	كُو (কূ)
لا (লা-)	لِي (লী)	لُو (লূ)
ما (মা-)	مي (মী)	مو (মূ)
نا (না-)	ني (নী)	نُو (নূ)
ها (হা-)	هي (হী)	هو (হূ)
وا (ওয়া-)	وي (ব ী)	
يا (ইয়া-)		يو (ইউ)

তিন আলিফ ও চার আলিফ মাদ্দের ক্ষেত্রে বাংলা দীর্ঘস্বরের পরে তিন আলিফ ও চার আলিফের চিহ্ন ব্যবহার করা হবে।

৫) বাংলায় গুন্নাহ-এর চিহ্ন:

কুরআন শরীফে হরেক রকম গুন্নাহর ব্যবহার রয়েছে- ইখফা এর গুন্নাহের জন্য অনুস্বার (ং) চিহ্ন, ইদগামের গুন্নাহের ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু (ঁ / ন্ / ম্) এবং তাশদীদযুক্ত নূনের গুন্নাহের ক্ষেত্রে দন্ত-ন দ্বিত্ব হবে। অনুরূপভাবে তাশদীদ যুক্ত মীমের গুন্নাহের ক্ষেত্রে "ম" দ্বিত্ব হবে । ইকলাবের ক্ষেত্রে ম হবে।

গুন্নাহ	চিহ্ন	বিবরণ	
ইখফা	ং	لَن تَنَالُوا	লাংতানা-লু
		أَنْزَلْنَا	আংযালনা-
		فَأَنْذَرتُكُم	ফাআংয ারতুকুম
		خَيرا كَثِيرا	খাইরাং কাছ ীরা-
ওয়াজিব গুন্নাহ তাশদীদযুক্ত নুন	ন দ্বিত্ব	ان	ইন্না
		انما	ইন্নামা-
ওয়াজিব গুন্নাহ তাশদীদযুক্ত মীম	ম দ্বিত্ব	مما	মিমমা-
		قوم مسرفون	কওমুম্ মুছরিফূন
ইদগাম	ঁ/ ন্ / ম্	من وال	মিওঁ ওয়াল
		أن يضرب	আইঁ য়াদরিবা
		أن نضرب	আন্ নাদরিবা
		من ماء	মিম্ মা—ইন
ইক ়লাব	ম	منْ بعد	মিম্ বা‘দ
		من بخل	মাম্ বাখিলা

৬) ওয়াকফের ব্যবহার:

আরবি ভাষায় যতি চিহ্ন ও কুরআন শরীফের ওয়াকফের ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য রয়েছে। কুরআন শরীফে ওয়াকফের বিভিন্ন প্রতীক রয়েছে এবং প্রতিটি প্রতীকের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বা বিধান রয়েছে। যা বাংলা ভাষায় কোন ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তাই ওয়াকফের চিহ্নগুলো কুরআন শরীফে যেমন আছে প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে উক্ত চিহ্ন হুবহু ব্রাকেটের ভিতর রাখা হয়েছে। পাঠকের উচিত হবে উক্ত চিহ্নগুলোর তাৎপর্য আয়ত্ত করার পর কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা।

উল্লেখ্য যে, কুরআন শরীফের ওয়াকফের যেমন বিভিন্ন চিহ্ন রয়েছে অনুরূপভাবে ওয়াকফ করলে ধ্বনিরও কিছু পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ মিলিয়ে পড়লে এক রকম আর ওয়াক করলে অন্য রকম; যেমন رب العالمين ০ الرحمن - ওয়াকফ করলে রাব্বিল ‘আলামীন আর রাহমা-নির - পক্ষান্তরে মিলিয়ে পড়লে রাব্বিল আলামীনার রাহমা-নির -এরূপ পার্থক্য হয়। কুরআন শরীফে এগুলো এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে পাঠক ইচ্ছা করলে মিলিয়েও পড়তে পারবে অথবা ওয়াকফ করতে পারবে। বাংলায় এরূপ ব্যবহার সম্ভব নয় বিধায় আয়াতের শেষ যেখানে “ ০” এ চিহ্ন আছে এবং ওয়াকফ লাযেম যা “ م ” দিয়ে প্রকাশ করা হয় - এ দুই স্থানে ওয়াকফের রীতি অনুযায়ী ওয়াকফকালে আরবি ধ্বনি যেরূপ শুনা যায় সে ধ্বনির প্রতিবর্ণায়ন করা হয়েছে। আর অন্য সকল জায়গায় মিলিয়ে পড়লে যে রূপ শুনা যায় সে ধক্ষনির প্রতিবর্ণায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত দুই জায়গায় ওয়াকফ বা বিরতি দেয়া হয়েছে। পাঠক ওয়াকফের রীতিনীতি বুঝে ওয়াক করবে। অন্যথায় ভুল হওয়ার সম্ভবাবনা বেশী। তাই নিচে কুরআন মাজীদের ব্যবহৃত ওয়াকফগুলো চিহ্ন, নাম ও কাজ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

ইং	চিহ্ন	নাম	হুকুম/করণীয়
১	০ আয়াতের শেষে “০” চিহ্ন	ওয়াকফে তাম	এ স্থানে ওয়াকফ করা আবশ্যক।
২	م	ওয়াকফে লাযিম	এ স্থানে ওয়াকফ করা ওয়াজিব। না করলে অর্থের পরিবর্তন ঘটার সম্ভবনা রয়েছে।
৩	ط	ওয়াকফে মুতলাক	ওয়াকফ করা উত্তম। মিলিয়ে পড়া ভাল না।
৪	ج	ওয়াকফে জায়েজ	ওয়াকফ না করা উত্তম।
৫	ز	ওয়াকফে মুজাওয়ায	ওয়াকফ করা বা না করা উভয়ই জায়েয। তবে না করা ভাল
৬	ص	ওয়াকফে মুরাখখাছ	ওয়াকফ না করা ভাল।
৭	قف	ওয়াকফে আমর	ওয়াকফ না করা ভাল।
৮	لا	লা ওয়াকাফা ’আলাইহি	ওয়াকফ করা যাবে না।
৯	صل	কাদ ইউসালু	কোন কোন সময় উহাতে ওয়াকফ করা হয় আবার কখন মিলিয়ে পড়া হয়। তবে ওয়াকফ করাই উত্তম।
১০	صلے	ওয়াসলে আওলা	মিলিয়ে পড়া উত্তম।
১১	سکته	ছাক্তা	এ স্থলে স্বর বা আওয়াজ বন্ধ থাকবে কিন্তু শ্বাস ভারী থাকবে। এ রূপ চিহ্ন কুরআন শরীফে ৮ জায়গায় আছে।
১২	مع	ওয়াকফে মু‘আনাকা	এই চিহ্ন শব্দ বা বাক্যের ডানে ও বামে দুই পার্শ্বে আসে। তেলাওয়াতের সময় প্রথম জায়গা ওয়াকফ করলে দ্বিতীয় স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়। আর প্রথম স্থানে মিলিয়ে পড়লে দ্বিতীয় স্থানে ওয়াকফ করতে হবে। এ চিহ্ন কুরআন শরীফে ৩৪ স্থানে রয়েছে।

আরো রয়েছে-
وقف النبي صـ - এ স্থানে ওয়াকফ করা অতি উত্তম।
وقف غفران - এ স্থানে ওয়াকফ করলে গুনাহ মাফ হয়।
وقفة - এ স্থানে 'ছাকতা' এর ন্যায় এমন করে পাঠ করবে যেন ওয়াকফের নিকটবর্তী হয়। কিন্তু শ্বাস ছাড়িবে না।
وقف جبرائيل - এ স্থানে ওয়াকফ করা বরকতপূর্ণ।

এ ধরনের তাৎপযপূর্ণ ওয়াকফ সাধারণ আরবিতেও নেই। তাছাড়া বাংলায় যে সকল যতি চিহ্ন আছে সেগুলো ব্যবহার করে এ ধরনের তাৎপর্যপূণ ওয়াকফ বুঝানো সম্ভবন নয়। তাই কুরআন শরীফে ভিতরে কোন ধরনের পরিবর্তন না করে হুবহু ব্রাকেটের মধ্যে উক্ত চিহ্নগুলো দেয়া হয়েছে। পাঠকের খেদমতে আরজ ওয়াকফের চিহ্নগুলো আয়ত্ব করে তেলাওয়াত শুরু করুন।

ওয়াকফের নিয়ম:

ওয়াকফের নিয়ম হলো (১) যে শব্দের শেষে ওয়াকফ করা হবে তার শেষে ছাকিন দিয়ে পড়া হবে। যদি ২ যবর ও গোল (ة) না থাকে। (২) দুই যবর থাকলে তা এক আলিফ মাদ্দ সহ এক যবর পড়া হবে। যেমন قريبا (ক˙ারীবান) কে قريبا (ক˙ারীবা) পড়তে হবে। (৩) যদি কোন তা (ة) থাকে তা হলে ওয়াকফ করলে তা হা (ه) এর উচ্চরণ হবে যদিও লিখায় তা (ة) থাকে। আরবি ওয়াকফের রীতি অনুযায়ী বাংলা প্রতিবর্ণায়নেও উচ্চারণের উপর ভিত্তি করে "হা" লিখা হয়েছে পাঠকদের সুবিধার্থে।

উল্লেখ্য যে, ওয়াকফের ক্ষেত্রে এক আলিফ মাদ্দ সমূহকে মাদ্দে আরজী হিসেবে তিন আলিফ টেনে পড়তে হবে । যদিও বাহ্যিক ভাবে ১ আলিফ মাদ্দ। তাই বাহ্যিক আরবি টেক্সট্-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা প্রতিবর্ণায়নে এক আলিফ মাদ্দের চিহ্ন দেয়া হয়েছে। তাছাড় যদি এ মাদ্দ প্রায় অনেক আয়াতের শেষে আছে যেমন সূরা ফাতেহার সকল আয়াতের শেষে এ ধরনের ৩ আলিফ মাদ্দ আছে। এত অধিক মাদ্দের চিহ্ন পাঠকদের সমস্যাা হবে বিধায় এগুলোর ক্ষেত্রে আরবি মূল টেক্সট্-এর সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে।

সিজদার আয়াত:

কুরআন শরীফে ১৪ জায়গায় সিজদার আয়াত আছে। উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলে সিজদা দেয়া ওয়াজিব। পাঠকদের সুবিধার্থে সেজদার আয়াতের শুরু ও শেষ সহজে বুঝার জন্য সেজদার আয়াতের উপর দাগ কাটা হয়েছে। তা দেখে পাঠক সহজেই সেজদার আয়াতের শুরু ও শেষ বুঝতে সক্ষম হবেন।

আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষা বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। তবে এ-পর্যন্ত আল-কুরআনের বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের কাজ পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীনভাবে সম্পন্ন করা হয় নি। এবারই প্রথম জাতীয় পর্যায়ে এ কাজ করার জন্য বিশিষ্ট পন্ডিত ও গবেষকদের সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ সরকার কতৃক গঠন করা হয়। এ কমিটি আল-কুরআনের উচ্চারণ বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের জন্য একটি আধুনিক, যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য প্রতিবর্ণায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যা সম্মানীত পাঠক ও শ্রোতাদের নিকট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃক চালুকৃত website www.quran.gov.bd এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল। এই নীতিমালার বিষয়ে যে কোন গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।